ভোরের কাগজ

তারিখ ... 20 SEP 2007 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭ ....

ছাত্র রাজনীতি ও অঙ্গ সংগঠন প্রসঙ্গে

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম

১৯৭৬ সালের পর থেকে কীভাবে যেন 'ছাত্র আন্দোলন' অভিধাটি পাল্টে 'ছাত্র রাজনীতি' বলে আখ্যায়িত হওয়া শুরু হয়। আমাদের ছাত্রজীবনে আমরা নিজেদেরকে 'ছাত্র আন্দোলনের কর্মী' বলেই পরিচয় দিতাম, কখনই নিজেদেরকে ছাত্র রাজনীতির কর্মী বলতাম না। ১৯৭৮ সালে টানা ২ বছর বিনা বিচারে আটক থাকার পর জেল থেকে বেরিয়ে দেখলাম যে, এখন আর 'ছাত্র আন্দোলনের' কর্মী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই 'ছাত্র রাজনীতি'র কর্মী হয়ে গেছে। শ্রমিকের অধিকার আদায়ের কর্মকাণ্ডকে সবাই শ্রমিক আন্দোলন বলে, কখনই তাকে শ্রমিক রাজনীতি বলা হয় না। একইভাবে নারী, যুব, শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক, চিকিৎসক প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের অধিকার আদায়ের কর্মকাণ্ডগুলোকে নারী আন্দোলন, যুব আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, আইনজীবী আন্দোলন ইত্যাদি বলেই আখ্যায়িত করা হয় এবং কখনই সেগুলোকে নারী রাজনীতি, যুব রাজনীতি, আইনজীবী রাজনীতি, সাংবাদিক রাজনীতি ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করা হয় না। অথচ কেবলমাত্র ছাত্র সমাজের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে কেন এবং কিভাবে 'ছাত্র আন্দোলন' থেকে পাল্টে 'ছাত্র রাজনীতি' নামে দিয়ে রাজনীতির বিশেষায়িত রূপ হিসেবে চিত্রায়িত করা শুরু হলো, তা বেশ কৌতূহল উদ্দীপক একটি ব্যাপার বটে।

১৯৭৬ সালে জেনারেল জিয়া যে পিপিআর তথা রাজনৈতিক দল বিধি জারি করেন তাতে সব রাজনৈতিক দলের জন্যই ছাত্র, শ্রমিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজ নিজ দলীয় অঙ্গ সংগঠনের নাম ঘোষণা করাটা বাধ্যতামূলক করেন। সেভাবে ঘোষণা না দিলে রাজনৈতিক দলকে তৎপরতা চালানোর সুযোগ দেয়া হবে না এবং সংশ্লিষ্ট ছাত্র, শ্রমিক ইত্যাদি সংগঠনের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হবে বলে এই বিধিতে বলা হয়। অবিবেচনাপ্রসূত এ নির্দেশের পেছনে যুক্তি হিসেবে বলা হয় যে, এর দ্বারা অঙ্গ সংগঠনগুলোর কাজের জবাবদিহি করতে হবে মূল সংগঠনকে। তাই সব ছাত্র, শ্রমিক ইত্যাদি সংগঠনকে কষ্টসাধ্য সরাসরি তদারকির আওতায় না এনে শুধু মূল রাজনৈতিক দলটিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে এনে দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা সম্ভব। এ আদেশের ফলে স্বাধীন ছাত্র সংগঠনগুলো রাতারাতি রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনে পরিণত হয়। শুরু হয় মিলিটারি বুদ্ধিপ্রসূত এক ধরনের বিকৃতির। এ বিকৃতিই ক্রমাগত নানা রোগের জন্ম দিয়ে চলেছে।

রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন বনে যাওয়ায় মুরুব্বি দলের শক্তি-সবলতার পাশাপাশি যতোসব রুগ্নতা ও অধঃপতনের ধারা, তার সবটাই ষোলআনা পরিমাণে সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনগুলোকেও গ্রাস করে ফেলেছে। বাজার অর্থনীতির দর্শন অনুসরণকারী তথাকথিত বড় দল দুটি বাজার রাজনীতির দুরাচারে নিমজ্জিত হয়ে রাজনীতিতে যে বাণিজ্যিকীকরণ ও দুর্বৃত্তায়নের সর্বগ্রাসী প্রলয় সৃষ্টি করেছে, তা সরাসরি প্রবিষ্ট হয়েছে তাদের নিজ নিজ অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলে। ছাত্র আন্দোলনের ধ্রুপদী ঐতিহ্য বিনষ্ট করে বড় দুটি দলের ছাত্র অঙ্গসংগঠন উভয়ই চর দখলের কায়দায় হল দখল, টেন্ডার বাণিজ্য, ভর্তি বাণিজ্য, লুটপাট, ক্যাডারের নামে দুর্বৃত্তদল লালন করা, ধর্ষণে সেঞ্চুরি করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি নিকৃষ্টতম অপতৎপরতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। তদুপরি মুরুব্বি রাজনৈতিক দলের যাবতীয় অপকর্ম ও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও উপদলীয় তৎপরতায় পেশিশক্তি হিসেবে তাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

'ছাত্র রাজনীতির' নামে যা চলছে তাকে কোনো অবস্থাতেই আর চলতে দেয়া যায় না। কিন্তু কিভাবে এই দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ সম্ভব হতে পারে, সে বিষয়টি নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্কের জন্ম দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ নতুন করে বলতে শুরু করেছেন যে, ছাত্র-ছাত্রীদেরকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখলেই সমস্যাটির সমাধান হয়ে যাবে। একথা মোটেই সঠিক নয়। ব্রিটিশ শাসকরা, আইয়ুব-মোনায়েমসহ পাকিস্তানি শাসকরা, বিভিন্ন সময়ের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী, সাম্রাজ্যবাদের অনুচর প্রভৃতি শক্তি বহুবার এই ফর্মুলা দিয়েছে এবং তা প্রয়োগেরও চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। 'ছাত্র রাজনীতির' নামে যে দুরাচার চলছে তার জন্য দায়ী ছাত্ররা নয় বা দোষ ছাত্র আন্দোলনেরও নয়। সঙ্কটটি বড় আকারে শুরু হয়েছে তখনই যখন ছাত্র সংগঠনগুলোকে জেনারেল জিয়ার চাতুর্যপূর্ণ ও অপরিণামদর্শী পিপিআর-এর বিধান অনুসারে রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠনে পরিণত করা হয় এবং দেশে যখন লুটেরা ধনতন্ত্রের ধারাকে রাষ্ট্রীয় ও বড় রাজনৈতিক দলগুলোর আদর্শিক ধারায় পরিণত করা হয়, তখন থেকে। সমস্যার উৎস হলো লুটপাটতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ নির্ভরশীলতা, বাণিজ্যিকীকরণ, ভোগবাদ, প্রদর্শনবাদ, দুর্বৃত্তায়ন ইত্যাদির জন্মদাতা তথাকথিত 'বাজার অর্থনীতি' ও পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন নির্ভর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা। অপারেশন যদি কোথাও করতে হয় তবে তা এই অঙ্গসংগঠন করার বিধান ও লুটেরা অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে করতে হবে। ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র সংগঠনকে দলীয় লেজুড়বৃত্তি থেকে মুক্ত করে তার স্বাভাবিক, স্বকীয় ও ঐতিহ্যমণ্ডিত ধারা ফিরিয়ে আনতে হবে।

সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের মতো ছাত্র হিসাবে ছাত্র সমাজেরও আলাদা একটা সত্তা আছে। তাদের সেই ছাত্র সত্তার ভিত্তিতে নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া। ধর্ম-বর্ণ-রাজনৈতিক মতাদর্শ এমনকি দলীয় আনুগত্য নির্বিশেষে তাদের এই ছাত্র পরিচয়ের ভিত্তিতেই গড়ে তুলতে হবে তাদের আন্দোলন-সংগঠন। ছাত্রদের অধিকার আদায়ের জন্য তাদের থাকা উচিত নিজস্ব একটি প্লাটফর্ম।

সেই প্লাটফর্ম থেকেই পরিচালিত হবে গোটা ছাত্রসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের ও সমস্যা-সঙ্কট সমাধানের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। সেই প্রয়াসে সফলতার প্রধান গ্যারান্টি হলো ছাত্রসমাজের একতা। সুতরাং বাস্তব স্বার্থের বিচারে যেমন-তেমন সংগ্রামে সফলতার নিশ্চয়তার জন্যও ছাত্র সংগঠনের হওয়া উচিত জাতি-ধর্ম-বর্ণ-দলীয় রাজনৈতিক আনুগত্য-রাজনৈতিক দর্শন-ভাবাদর্শ নির্বিশেষে ব্যাপক ছাত্রসমাজের সাধারণ স্বার্থ রক্ষায় সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি অথবা দলীয় অঙ্গসংগঠন হয়ে থাকাটা ছাত্রসমাজকে বিভক্ত করে এবং সেই বিভেদকে কাজে লাগিয়ে প্রতিক্রিয়ার শক্তি তার আধিপত্য বজায় রাখতে চেষ্টা করে।

ক্লাসরুমের ভাঙা বেঞ্চ-ব্লাকবোর্ড মেরামত করা, পর্যাপ্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা, বই-কাগজ-কলমের দাম ক্রয়সীমার মধ্যে রাখা, হল-হোস্টেলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাপনা ও মান উপযুক্তভাবে উন্নত করা, খেলার মাঠের সংস্কার করা- দৈনন্দিন শিক্ষা জীবনের এসব ইস্যু প্রত্যক্ষভাবে ছাত্রসমাজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়। তাছাড়া, গণমুখী ও প্রগতিশীল শিক্ষানীতি, শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্যের অবসান, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করার প্রয়াস রোধ, সাম্প্রদায়িকতা-কূপমণ্ডুকতা থেকে সিলেবাসকে মুক্ত করা, শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ- এসবও ছাত্র সমাজের সরাসরি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়। কিন্তু একথাও সত্য যে শিক্ষানীতিসহ উল্লেখিত অনেক বিষয়ের সাথে রাষ্ট্রনীতির বিষয়গুলো সরাসরি সম্পর্কিত। শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখার নিশ্চয়তা, গরিব বন্ধুকে সহপাঠি হিসেবে অব্যাহতভাবে সঙ্গে পাওয়ার সুযোগ, পড়াশোনায় পূর্ণ মনোনিবেশের স্বার্থে বাবা-মা-ভাই-বোনের অসহায় দরিদ্রের আশংকা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি- এসবের সাথে দেশের আর্থিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক নীতি ও ব্যবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। ছাত্র হিসেবে জ্ঞান অন্বেষণের জন্য মুক্ত চিন্তার অধিকার অপরিহার্য এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িকতার নিশ্চয়তা মুক্ত চিন্তার জন্য অত্যাবশ্যক শর্ত। তাছাড়া শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শুধু বইয়ের পোকা বানানো নয়। প্রকৃত দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ, মননশীলতা, সৃজনশীল প্রতিভার জাগরণ ঘটিয়ে প্রত্যেককে দেশ গড়ার ও মানব সভ্যতা নির্মাণের কারিগর হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এসব বিবেচনায় সমগ্র ছাত্র সমাজের সরাসরি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা, শোষণমুক্তি, সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য থেকে নিষ্কৃতি, দেশপ্রেম, উদার মানবিকতা, প্রগতিমুখীনতা, বিজ্ঞানমনস্কতা- এসব বিষয় ও উপাদানগুলোও ছাত্র সমাজের সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়। এই সবগুলো বিষয়কে ভিত্তি করেই রচিত হতে পারে ছাত্র সমাজের জন্য একটি ন্যূনতম কর্মসূচি যা কিনা দলমত ও ধর্মবর্ণ পরিচয় নির্বিশেষে সব ছাত্র-ছাত্রীকে একতাবদ্ধ করতে পারে এবং সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই প্রতিষ্ঠা পেতে পারে ছাত্রসমাজের জন্য একটিমাত্র সংগঠন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হয়ে থাকলে ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার এই লক্ষ্য কখনই অর্জিত হতে পারে না।

সেইসাথে একথাও বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন যে, এর আগে ছাত্রসমাজের নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া-পাওয়া হিসেবে উল্লেখিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ই 'রাজনৈতিক বিষয়'। কিন্তু রাজনৈতিক হলেও সেগুলো কোনোক্রমেই 'দলীয় বিষয়' নয় এবং দলীয় অথবা মতাদর্শগত উৎস থেকে আরোপিত নয়। সুতরাং ছাত্রসমাজের সাধারণ স্বার্থেই রাজনৈতিক ইস্যুতে (কিন্তু নিছক দলীয় আনুগত্য থেকে নয়) ছাত্রসমাজকে কর্মতৎপর হতে হবে। তবে রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আন্দোলন ও তৎপরতার বিষয়টি যেখানে কিনা প্রত্যক্ষ, ছাত্র সংগঠনের ক্ষেত্রে তা আসতে পারে এবং আসবে পরোক্ষভাবে, তার ছাত্র ও শিক্ষা জীবনের সমস্যাকে ভিত্তি করে। ছাত্রসমাজের রাজনীতি করার অধিকার সে কারণেই তার প্রত্যক্ষ স্বার্থ আদায়ের প্রশ্নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ছাত্র সংগঠনকে রাজনীতি মুক্ত করার প্রচেষ্টা সে কারণেই ছাত্রসমাজের স্বার্থের উপর আঘাত হানার প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না। অপরদিকে ছাত্র সংগঠনকে দলীয় লেজুড়বৃত্তি থেকে মুক্ত করার প্রয়াস হবে ছাত্রসমাজের স্বার্থে একটি প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ। দলীয় লেজুড়বৃত্তি করা- না! রাজনীতি করার অধিকার- হ্যাঁ! এটাই হচ্ছে যুক্তির কথা, কল্যাণের কথা, গণতন্ত্রের কথা।

এক্ষেত্রে অন্য একটি সম্ভাব্য ভ্রান্ত সম্পর্কেও সতর্ক থাকা উচিত। একথা সকলকেই মনে রাখতে হবে যে, দেশের একজন নাগরিক হিসেবে অন্য সকলের মতো প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীরও রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল করার অধিকার আছে। সেটা বন্ধ করা যেতে পারে না। তবে রাজনীতি করার এই নাগরিক অধিকার এবং ছাত্র সংগঠনকে রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত করার বিষয় এক বিষয় নয়। ছাত্ররা রাজনৈতিক দল করতে পারবে এবং তা করাটা উৎসাহিত করা উচিত কারণ তার দ্বারা রাজনৈতিক চেতনার মান ও গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক মজবুত হবে। কিন্তু সেই দলের কাজকে ছাত্র সংগঠনের কাজের সাথে গুলিয়ে ফেলা সঠিক হবে না। যে কোনো ছাত্র রাজনৈতিক দল করতে পারবে ঠিকই কিন্তু ছাত্র সংগঠনকে রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠনে পরিণত করতে পারবে না।

ছাত্র সংগঠনগুলোর দলীয় লেজুড়বৃত্তি বন্ধ করতে হবে। অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ভূমিকা পালন করতে গিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলো যে অধঃপতনে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে তা থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা নিতে হবে। ছাত্রদের সংগঠন, আন্দোলন ও রাজনীতি করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে কিন্তু তার প্রয়োজনেই ছাত্র সংগঠনকে হতে হবে দলীয় প্রভাবমুক্ত এবং লেজুড়বৃত্তির কালিমামুক্ত।

ছাত্র সংগঠনগুলোর দলীয় লেজুড়বৃত্তি বন্ধ করতে হবে। অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ভূমিকা পালন করতে গিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলো যে অধঃপতনে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে তা থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা নিতে হবে। ছাত্রদের সংগঠন, আন্দোলন ও রাজনীতি করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে কিন্তু তার প্রয়োজনেই ছাত্র সংগঠনকে হতে হবে দলীয় প্রভাবমুক্ত এবং লেজুড়বৃত্তির কালিমামুক্ত।

[লেখক: রাজনীতিক]